৫৭

ভোরের কাগজ

তারিখ 20 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের ৯ মাস পরেও অবস্থা পূর্ববৎ

৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি এখনো পাননি

কাগজ প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ সত্ত্বেও ৯ মাসে দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির কাছে অর্পিত হয়নি। বিগত বিএনপি শাসনামলের মতো ঐ ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই বহাল রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত মার্চ মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী, সচিবসহ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে দেশের যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রয়েছে সেসব দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ঐ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর জিজ্ঞাসার জবাবে তাঁকে জানানো হয়, দেশের বিদ্যমান মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৫টির চ্যান্সেলর হচ্ছেন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি। বাকি ৬টির তিনটির চ্যান্সেলর আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী। অপর তিনটির চ্যান্সেলর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলেও বিগত বিএনপি সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ডেলিগেট করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঐ বৈঠকে অবশিষ্ট ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে অর্পণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

বর্তমান অবস্থায় আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রয়েছেন সেগুলো হচ্ছে ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, (সিলেট)। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিই চ্যান্সেলর।

আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী যে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সেগুলো হচ্ছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিগত বিএনপি শাসনামলে রাষ্ট্রপতি যে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডেলিগেট করেন সেগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ সত্ত্বেও দীর্ঘ ৯ মাসে কেন ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির কাছে অর্পিত কিংবা ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয় মহলের কেউ ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু জানাতে রাজি হননি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করেনি সে ব্যাপারে কেউ বক্তব্য দিতে চান না। তবে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে নির্দেশ দেওয়ার পর মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে নীতিগত অনুমোদন চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাবটি তাৎক্ষণিকভাবে অনুমোদন পায়। এরপর এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী যে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রয়েছেন সেগুলোর চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট আইন পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হবে। সেজন্য আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং নিয়ে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন ও জাতীয় সংসদে বিল পেশ করতে হবে। সে বিষয়ে কোনো প্রক্রিয়া শুরু করেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আর যে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডেলিগেট করা আছে তা রাষ্ট্রপতিকে ফিরিয়ে দিতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি প্রস্তাব তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে হবে। মন্ত্রণালয় এ কাজটি করেনি।

একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী আইনের বলে কিংবা অর্পিত (ডেলিগেটেড) ক্ষমতাবলে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর আছেন সেসব বিশ্ববিদ্যালয় একবার করে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার পর রাষ্ট্রপতিকে অর্পণ করা হবে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে। ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে এমন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সমাবর্তন অনুষ্ঠান নভেম্বর মাসে হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী চ্যান্সেলর হিসেবে উপস্থিত থেকে বুয়েটের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে সনদ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে আজ ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী চ্যান্সেলর হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের দিন তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। আর আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সেগুলোর সমাবর্তনের তারিখও জানা যায়নি।